□

২২.০ উদ্দেশ্য
২২.১ প্রস্তাবনা
২২.২ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণা
২২.২.১ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য
২২.৩ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ
২২.৪ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম
২২.৫ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব
২২.৬ সারাংশ
২২.৭ অনুশীলনী
২২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণা ও তারা বিভিন্ন দিক আপনাকে জানানো। এখানে আলোচিত হয়েছে—

- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্ভবন্ধে বিভিন্ন লেখকের ধারণা
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্য
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মুখ্য ও গৌণ মাধ্যমসমূহ
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব

যে কোনও সমাজব্যবস্থায় সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ বিভিন্ন প্রজন্ম ধরে সমাজে সঞ্চারিত হয়। প্রজন্মগত ধারাবাহিকতা হল সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনও গোষ্ঠীর সদস্যদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে না। গোষ্ঠীর নতুন সদস্যদের দ্বারা সংস্কৃতিগত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী বহমান থাকে এবং সংস্কৃতি তার নিজের শক্তিতে কার্যকরী হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ দ্বারা সমাজের চিন্তাভাবনা, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় এবং ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতির উন্মেষ ঘটে। তাই সামাজিকীকরণ হল ব্যক্তির সামাজিক সংস্কৃতি শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়া।

যখন এই সামাজিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত শিক্ষার রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা থাকে, তখন তাকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়া ও অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের পদ্ধতি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করতে না পারলে ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর প্রচলিত ব্যবস্থার সাফল্য, বা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের আলোচনা আধুনিককালে খুবই জনপ্রিয়। তবে প্রাচীনকালেও এ সংক্রান্ত আলোচনা দেখা যায়। প্লেটো নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অ্যারিস্টটলও সাংবিধানিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের কথা বলেছেন। ফ্যাসিবাদী, নাৎসীবাদী সকলেই নিজ মতাদর্শের অনুকূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার কথা বলেন। তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত ঘটে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে। চার্লস মেরিয়ম বিষয়টির ওপর আলোচনার সূত্রপাত করেন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্জিত হয় এবং যার সাহায্যে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রবহমান হয়। অর্থাৎ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, তথ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়, ব্যক্তির রাজনৈতিক পছন্দ নির্ধারিত হয় এবং ব্যক্তি নাগরিকের ভূমিকা ও আচরণবিধি আয়ত্ত করে। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ফল হল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার বিভিন্ন ভূমিকা এবং ভূমিকাপালনকারীদের স¥¤ন্ধে জ্ঞান (Cognition) মূল্যবোধ (Value Standard), ও অনুভূতি (Feelings)।

এবার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ স¥¤ন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কী বলেন দেখা যাক। এস. এল. ওয়াসবির মতে, সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সময় এবং তারও প্রাক্কালে যে প্রক্রিয়ায় জনগণ রাজনৈতিক মূল্যবোধ অর্জন এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় তাকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। ওয়াসবির মতে, রাজনৈতিক মূল্যবোধ বলতে শুধুমাত্র দলীয় পছন্দকে বোঝায় না, রাজনৈতিক স্বার্থ ও মতামতকেও বোঝায়। অ্যালান বল বলেছেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মনোভাব এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণই হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। জি. এ. অ্যালমন্ড এবং জি. বি. পাওয়েলের মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পরিবর্তন সাধিত হয়, ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয় এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। ইস্টন ও ডেনিস মনে করেন যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল সেই সকল বিকাশমান পদ্ধতি, যার মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের ধারা অর্জন করে। সিজেলের মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতি যার সাহায্যে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত রীতিনীতি ও আচরণ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিদের শিক্ষিত ও উন্নত করে তোলা যাতে তারা রাজনৈতিক সমাজের কার্যকরী সদস্যে পরিণত হয়।

২২.২.১ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য

রাজনৈতিক সংস্কৃতির শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ সময় হল শৈশব। কিন্তু এই শিক্ষা শৈশবের কয়েকটি বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তির সমগ্র জীবন জুড়ে এই শিক্ষা চলে। বড় বয়সের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক প্রভাব ব্যক্তির অল্প বয়সের ধারণাকে বদলে দিতে পারে, আবার সেই ধারণাকে শক্তিশালীও করতে পারে। শৈশবে পরিবারসূত্রে ব্যক্তি কোনও রাজনৈতিক দল স¥¤ন্ধে পক্ষপাতমূলক ধারণা পোষণ করতে পারে। পরবর্তীকালে শিক্ষা, চাকরী, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদির ফলে তার মধ্যে সেই দল স¥¤ন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব সঞ্চারিত হতে পারে। নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ, রাজনৈতিক সামাজিক সংকট ইত্যাদির ফলে নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আয়ত্ত করা প্রয়োজন হয়, পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করতে হয়। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে একটি আজীবনকালীন অভিজ্ঞতা বলা যায়।

বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশ বা মহাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রসারিত করার উপায় হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। এর ফলে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। তখন আবার নতুন করে সামাজিকীকরণ শুরু হয়। কিন্তু সামাজিকীকরণের অবলুপ্তি ঘটে না।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঠামোকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সরকার শিশুদের এবং বয়স্কদেরও নিজস্ব মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস শেখাতে চেষ্টা করে। বয়স্কদের মাধ্যমে শিশুদেরও প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে আনুগত্য বা বিরোধিতা বা উদাসীনতাজনিত মতবাদ গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা তাই ব্যক্তি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে কাজ করতে উৎসাহিত হয়।

অ্যালমন্ডের মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল পরিবেশ থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রেরিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ (Input)। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ জনমত গঠনে সাহায্য করে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্ম ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, এবং সামাজিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রতীকের প্রতি সমাজের সকলের এক ধরনের মনোভাব থাকলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যসাধন সহজ হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এক ধরনের হলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গঠনের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পায়। গোষ্ঠীগত এক ধরনের অভিজ্ঞতা, যেমন, সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি, সমাজ পরিবর্তনের দ্রুততা বা শ্লথগতি, দীর্ঘকালীন শান্তি বা ঘন ঘন হিংসাত্মক ঘটনা, অস্থিরতার উপস্থিতি বা অভাব ইত্যাদি জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধকে জোরদার করে। ফলে তাদের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

ফ্রয়েড ও মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, সামাজিকীকরণ হল বিভেদকামী প্রবণতাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃত পথে পরিচালিত করা ও সেই সঙ্গে তাদের সংযত রাখা। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর আদর্শ যা মানুষের জন্মগত বিভেদমূলক প্রবণতাকে সংযত করে ও সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করে, তার উল্লেখ করা যায়। আবার রুশোর বিশেষ ইচ্ছা বা ব্যক্তিগত প্রবণতাকে সাধারণ ইচ্ছায় রূপান্তরিত করার প্রসঙ্গও একই বক্তব্যের উপস্থাপনা করে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ অবশ্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন—মনস্তত্ত্বের ওপর নয়।

তিন ভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উপাদানগুলি সঞ্চারিত হয়—অনুকরণ (Imitation), নির্দেশ (Instruction), এবং প্রেরণা (Motivation)। রবার্ট লে ভাইন মনে করেন যে, এই পদ্ধতিগুলি শৈশবে কার্যকরী হয়। কিন্তু রাশ ও অ্যালথফের মতে, এগুলি সমগ্র সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গেই কার্যকরী। শিশুদের মধ্যে অনুকরণ প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায়। কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনুকরণ, নির্দেশ ও প্রেরণার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। শিশু অজ্ঞাতসারে তার পিতামাতার পছন্দগুলি অনুকরণ করতে পারে। আবার শহরে আগত গ্রামবাসী শহুরে দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকরণ দ্বারা নিজেকে শহরের অধিবাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। রাজনৈতিক শিক্ষা, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ হল নির্দেশের উদাহরণ। সরকার আনুষ্ঠানিক বা প্রখ্যাত পদ্ধতিতে সমাজের স্বীকৃত মূল্যবোধ স¥ন্ধে জনগণকে নির্দেশ দিতে পারে। আবার শিক্ষকের কাছ থেকে প্রেরণার মাধ্যমে শিশু পরবর্তীকালে সুনাগরিক হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার বড় হাতিয়ার হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে জনগণকে একদিকে রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি শেখানো হয়, অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটানো হয়। যেমন, কোথাও একনায়কতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলে স্কুলের বইতে ইতিহাস বদলানো হয়, স্কুল ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করে নতুন সরকার বা একনায়কতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলে।

সমাজে কোনও কোনও ঘটনা বা অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন যুদ্ধ বা মন্দা লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বহন করে। অনেক পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। জাতীয় সংগ্রামে যোগদান দ্বারা এই জনগোষ্ঠীগুলি রাজনীতির নতুন ভূমিকা স¥ন্ধে ধারণা লাভ করে এবং নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ এবং জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠন করে এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাকে প্রবহমান রাখে। অন্যভাবে বলা যায় যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ কোনও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও সৃজন করে থাকে। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেরণ দ্বারা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ করে। স্থায়ী ও সুস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে এই সংরক্ষণমূলক কাজ গুরুত্বলাভ করে। কিন্তু স্থায়ী ও সুস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ আধুনিক কালে সহজলভ্য নয়। অনেক জাতিই বর্তমানে পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামরত এবং নতুন সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য ব্যস্ত। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পরিবর্তনসূচক কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক জাতি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় রত, এজন্য নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রয়োজন। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সৃজনমূলক কাজ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। জাতির ঐতিহাসিক বিকাশ, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ, নাগরিক ও নেতাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ইত্যাদি উপাদানের ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের তিনটি ভূমিকার মধ্যে কোনটি বেশী কার্যকরী হবে। বাস্তবিক পক্ষে যে কোনও সমাজে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের এই তিনটি ভূমিকাই কোনও-না-কোনওভাবে বর্তমান থাকে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ জাতির প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে, সরকারি ব্যবস্থার পক্ষে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করে।

অনুশীলনী - ১

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অর্থ কী? এ প্রসঙ্গে চারজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ধারণা লিখুন।
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণাটিকে বিশদভাবে ব্যক্ত করুন।
(১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দু'ধরনের হতে পারে—প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট এবং পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্ন (Direct or Manifest and Indirect বা Latent)। যে প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী সরাসরি সঞ্চারিত হয় তাকে প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। এখানে তথ্য, মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রাজনীতির স¥¤ন্ধ প্রত্যক্ষভাবে থাকে। উদাহরণ হল বিভিন্ন দল দ্বারা জনগণের মধ্যে নির্দিষ্ট ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, মতাদর্শ ও অনুভূতি সঞ্চারিত করার প্রচেষ্টা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি সংক্রান্ত পাঠ বা পরিবার থেকে রাজনৈতিক দল স¥¤ন্ধে শিক্ষালাভ। যে প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব সঞ্চারিত করা হয় তাকে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। এখানে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক মূল্যবোধ বা মনোভাবের বদলে অরাজনৈতিক মূল্যবোধ বা মনোভাব সঞ্চারিত হয়; কিন্তু এই অরাজনৈতিক বিষয়টি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মনোভাবকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হল শিশুর কর্তৃত্বের প্রতি মনোভাব, যা পরবর্তীকালে তার মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি রচনা করে।

সামাজিকীকরণ সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন দু'ধরনের বা উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন (Intentional & Unintentional) হতে পারে। শিক্ষক যখন ছাত্রকে আইন মান্য করতে শেখান, তখন উদ্দেশ্যমূলক সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ ঘটে। আবার শিশু যখন পুলিশ দ্বারা পরিবারের কোনও সদস্যের নিগ্রহ দেখে পুলিশকে ভয় করতে শেখে তখন উদ্দেশ্যহীন সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ দেখা যায়। আবার যখন শিশুকে শেখানো হয় যে, একটি ভালো ছেলে বড়দের মান্য করে তখন উদ্দেশ্যমূলক প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ ঘটে। তাছাড়া, শিশুটি যখন খেলাধুলায় যোগ দিয়ে নিয়মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তখন উদ্দেশ্যহীন প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের উদাহরণ দেখা যায়।

সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণের উদ্যোগ ব্যক্তির দিক থেকে আসে না, সামাজিকীকরণের সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ সংস্থার ভূমিকার থেকে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ঘটনা ও কাঠামোর সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যক্তির ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তার প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ বিকাশলাভ করে।

সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ ও প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের মধ্যে সমন্বয় ও সহাবস্থান দেখা যায়। কোনোটিই এককভাবে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চারণ করতে পারে না। তবে কারও ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ অধিকতর কার্যকর, কারও ক্ষেত্রে আবার প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী - ২

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ স¤¦ন্ধে আলোচনা করুন।

(১০ পঙ্ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে।)

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সকল দেশেই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দেশবাসীর সমর্থনসূচক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার চেষ্টা চলে। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি মাধ্যম বা সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সংস্থাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(ক) প্রাথমিক গোষ্ঠী বা সংস্থা :

(১) *পরিবার*—এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্বাস সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী। শিশু পরিবার থেকেই রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করে। পরিবারের মধ্যে তার জীবনের প্রথম ১০/১৫ বছরেই শিশু তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকাংশটাই অর্জন করে। সে বাবা, মা ও অন্যান্যদের মানসিকতা লক্ষ্য করে। সেগুলি তার মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে। পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অন্যান্য প্রভাব সত্ত্বেও তার শিশুকালীন রাজনীতি শিক্ষা বহাল থাকে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, আমেরিকার ৭৫% ভোটদাতা পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী চলেন। উইলির একটি ছোট ফরাসী শহরের গবেষণা থেকে জানা যায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্ভবন্ধে বিদ্বেষ শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, যদিও স্কুলপাঠ্য বইয়ের অন্য ধারণা চিত্রিত করা হয়েছে।

পরিবার শিশুদের কাছে বহির্জগতের বাতায়ন; পরিবারের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে। শিশু পরিবারের কর্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই আনুগত্য পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। পরিবার তাকে পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে। এই অভিজ্ঞতা তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।

শিশুর জীবনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিশুদের পরিবারের গুরুত্বের কারণ হল ঃ—

(i) অনেকদিন ধরে পরিবারই একমাত্র সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিশুর জীবনে বর্তমান থাকে। পরিবারই তার দৈহিক, মানসিক ও বস্তুগত প্রয়োজন পূর্ণ করে। শিশুও পরিবারের ভালোবাসা ও সমর্থনের ওপর নির্ভর করে। ফলে, সে সহজেই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী বা বাবা-মার ভালোমন্দ বোধ ও নৈতিক বিচার গ্রহণ করে।

(ii) শিশুর বাবা-মাকে অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। বাবা-মা তার কাছে অনুকরণযোগ্য মডেল বলে প্রতিভাত হয়। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর জগৎ থেকে নতুন ধারণা ও মডেল গ্রহণ করে ঠিকই, কিন্তু বাবা-মায়ের মডেল তার স্মৃতি থেকে কখনও মুছে যায় না।

(iii) পরিবারের সদস্যরা একই পরিবেশে বসবাস করে, একই প্রতিবেশীর দ্বারা প্রভাবিত হয়, একই সংবাদপত্র পড়ে বা রেডিও, টেলিভিশনের একই অনুষ্ঠান দেখে। ফলে, পরিবারের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে একই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে। তবে ব্যক্তি বড় হয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক ধারণা গড়ে তোলে না বা

কখনও পরিবারের ধারণার বিরুদ্ধতা করে না, একথা ঠিক নয়। কিন্তু তা হলেও তার মধ্যে পিতামাতার শিশুকালের প্রভাব থেকে যায়।

পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সাধারণত রক্ষণশীল প্রকৃতির হয়, কারণ পরিবার সাবেকী ধারণা ও মূল্যবোধ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করে। ফলে, পরিবারের মাধ্যমে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রুত ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ প্রতিভাত হয়। আধুনিক বিকাশশীল সমাজগুলিতে এই ধরনের সমস্যা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

(২) *অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী* ব্যক্তির শৈশবকালে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তার জীবনে পরিবারের গুরুত্ব কমতে থাকে। স্বাতন্ত্র্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সদস্য হতে হয়। সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের গোষ্ঠীকেই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী বলা হয়। আধুনিককালে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও আধুনিকীকরণের ফলে সাবেকী জীবনধারার পরিবর্তন ঘটেছে--সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আধুনিক সমাজে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের রাজনীতি বিষয়ক মনোভাব ব্যক্তির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। ফলে, তাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার উন্মেষ ঘটে, তা তাদের রাজনৈতিক দক্ষতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে সহজ আদান-প্রদান ঘটে এবং আবেগপ্রবণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে। এর ফলে, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ সহজ হয়। তবে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সাফল্য নির্ভর করে রাজনীতিতে তার উৎসাহ আছে কিনা তার উপর। যেমন, আমেরিকার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রাজনীতির প্রতি উৎসাহ কম। ফলে তারা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের কাজ ঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে না।

(৩) *শিক্ষা প্রতিষ্ঠা*—বয়োবৃদ্ধির পর শিশু শিক্ষালাভের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে এবং বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তার জীবনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বলাভ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ সামাজিকীকরণ সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম জাতীয়তাবাদী আদর্শ, জাতির অতীত গৌরব, জাতীয় ঐতিহ্য বা নেতাদের স¥¤ন্ধে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে দেশের প্রতি আনুগত্য বাড়াতে চেষ্টা করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে লেনিনবাদী-মার্ক্সবাদী দর্শনে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রেও এ ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ক্ষমতা যাদের ওপর ন্যস্ত থাকে তাঁরা শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বল বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রসার করা হয়। প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও অন্যান্য নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যোগ থাকে। এই সংযোগ তার রাজনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর বাইরে নানা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ফলে, তাদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণের প্রবণতা গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশলাভ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মকানুন ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি নির্মাণ করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনও কখনও কোনও শিক্ষার্থীর মনে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী মূল্যবোধ ও মানসিকতা সঞ্চার করে। বিভিন্ন

দেশের ছাত্র আন্দোলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যেমন ১৯৬৮ সালের ফরাসী সংকটে ছাত্রদের ভূমিকা, আমেরিকার ছাত্রদের ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা বা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে নকশাল আন্দোলন।

(খ) গৌণ গোষ্ঠী বা সংস্থা :

(১) *পেশাগত সংগঠন*—বৃত্তি বা পেশাগত ভিত্তিতে নানা সংগঠনের উদাহরণ হল শ্রমিক সংঘ, বণিক সংঘ, কৃষক সংগঠন ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলি পেশাগত স্বার্থের সংরক্ষণ করে থাকে। তবে আধুনিক কালে এগুলি কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে সংগঠনটি দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে দলীয় মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। সংগঠনগুলি একদিকে পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রচারকার্য চালায়, বিক্ষোভ-আন্দোলন ও ধর্মঘট করে ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে আবার সংযুক্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নির্বাচনী প্রচারকার্যে যোগ দেয় এবং নির্বাচনী তহবিলে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালায়। পেশাগত সংগঠনগুলির কাজ সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও চিন্তা-ভাবনার সঞ্চার করা।

(২) *রাজনৈতিক দল*—রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনগণ সমাজের রাজনৈতিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে, কারণ রাজনৈতিক দল নানা ধরনের মানুষকে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ শক্তিশালী হয়, নতুন রাজনৈতিক মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক দল প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা করতে পারে, আবার প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার আমূল পরিবর্তন চাইতে পারে। রাজনৈতিক দলের এই ভূমিকা নির্ভর করে দলটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কার্যধারা ও প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কের ওপর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি ও বিরোধী দল উভয়েই রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও জনগণকে রাজনীতি সচেতন করে তোলে।

(৩) *গণমাধ্যম*—রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলি সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন উভয় ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে এগুলি বর্তমানে খুবই উন্নত হয়েছে। রাজনৈতিক ঘটনা ও ঘটনাসংক্রান্ত ভাষ্য গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে অতি দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণের চিন্তাভাবনা বাড়ে, রাজনৈতিক সচেতনতার পরিধি প্রসারিত হয় এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের প্রবণতা গড়ে ওঠে। এগুলি হল প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা খুবই কার্যকরী। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা সরকার নিজ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য এগুলিকে পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে কাজে লাগায়। সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকলে গণমাধ্যমগুলি রাজনৈতিক বিষয়ে সরকারের বক্তব্য সরাসরি জনগণের কাছে উপস্থাপিত করে। শুধু যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী তা নয়। উদারপন্থী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও এই প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও গণমাধ্যমগুলি বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। সেক্ষেত্রে মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মূল্যবোধ গণমাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে জানানো হয়।

(৪) *সরকারি কাঠামো*--সরকারি কাঠামো বিকেন্দ্রীভূত হলে বহুসংখ্যক নাগরিক সরকারি কাঠামো ও আমলাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। ফলে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সচেতনতা বাড়ে। আবার, সরকারি

কাঠামো কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণে থাকলে নাগরিকের সঙ্গে সরকারের যোগ কম থাকে। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিকাশ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৫) *ধর্মীয় সংগঠন*—রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই অর্থবহ ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক গণতন্ত্রগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। তবুও কোনও কোনও দেশে মহিলাদের রাজনৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক ধ্যানধ্যারণার বিরোধের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য; আবার সাধারণভাবে বলতে গেলে, ধর্মীয় মূল্যবোধ নাগরিকের মধ্যে নৈতিকতা বিকশিত করে যা রাজনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

৩

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে তিনটি প্রাথমিক সংগঠনের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে যে কোনও তিনটি গৌণ সংগঠনের স¥ন্ধে লিখুন। (আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম বা সংস্থাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব, প্রতিক্রিয়া বর্তমান। একটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন মাধ্যম একই সঙ্গে কার্যকরী দেখা যায়। তাই এগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক নয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা সংগঠিত এক সমন্বিত মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী, বা রাজনৈতিক বিষয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥ন্ধে প্রযোজ্য। কখনও কখনও এদের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তবে সামগ্রিক বিচারে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রয়োজন আছে। সমাজে প্রতিদিন নানা পরিবর্তন ঘটে। এগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তনগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কতটা প্রভাবিত করছে তা জানার জন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্ভবন্ধে জ্ঞান প্রয়োজন।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আজ স্বাধীন। এক সময়ে এরা ইউরোপীয় শক্তির অধীনে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তির রাজনৈতিক কাঠামো এই দেশগুলিতে পরিচিত ছিল। তাই তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুকরণে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আবার এদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোও আছে। পশ্চিমের প্রভাবে তাদের অবস্থা কেমন জানা প্রয়োজন। পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির আর্থসামাজিক ব্যবস্থাও এখন পরিবর্তনশীলতার মুখে। এজন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির প্রয়োজন। মার্ক্সবাদ আবার প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। তারা বুর্জোয়া সামাজিকীকরণকে মানে না। এই সকল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামাজিকীকরণ ধারাবাহিকভাবে চলে এবং এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। তাই, হঠাৎ কোনও পরিবর্তন এসে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না।

উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক দু'ধরনের রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দেখা যায়। তবে উভয়ের প্রকৃতি পৃথক। উদারনৈতিক রাষ্ট্রে পরিবর্তন যাতে সমাজকে ভাঙনের দিকে নিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও তার নিরবচ্ছিন্নতার ওপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য নানা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয় জনগণকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য। এখানেও ধারাবাহিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হলে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার সংকট দেখা যায়। রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটে, শেষ পর্যন্ত বিপ্লব দেখা দেয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি সরকার ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সকল স্তরে সমানভাবে ঘটে না। মূল সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থেকে যায়। উপসংস্কৃতির রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের নানা সমস্যা দেখা যায়। সরকার যখন বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সাহায্যে উপসংস্কৃতিকে মূল জাতীয় স্রোতের অভিমুখী করে তুলতে চায়, তখন উপসংস্কৃতির নেতারা বিরোধিতা করেন। তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেন। বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সমতত্ব বিশিষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার সরকারি প্রয়াস উপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটায়। উপসংস্কৃতির নেতারা তা পছন্দ করেন না। ফলে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদকামী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পক্ষে বিপজ্জনক। এ জাতীয় বিরোধের সুযোগে বাইরের স্বার্থান্বেষী শক্তি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করে। এজন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক।

৪

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত আধুনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে বিংশ শতকে। চার্লস মেরিয়ম, জি. এ. অ্যালমন্ড, জি. বি. পাওয়েল, রবার্ট সিজেল, ডেভিড ইস্টন, এস. এল. ওয়াসবি, অ্যালান বল ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ও জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একদিনে অর্জিত হয় না। শৈশব থেকে সমগ্র জীবনব্যাপী ব্যক্তির মধ্যে এই প্রক্রিয়া চলে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির একাত্মতা গড়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাও স্থিতিশীলতা লাভ করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দু'ধরনের—সুস্পষ্ট এবং প্রচ্ছন্ন। সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয় স¥ন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অরাজনৈতিক মনোভাব স¥ন্ধে ব্যক্তি জানতে পারে, কিন্তু তা পরবর্তীকালে ব্যক্তির রাজনীতিসংক্রান্ত মনোভাবকে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা সংস্থাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক সংস্থা এবং গৌণ সংস্থা। প্রাথমিক সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরিবার, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর নিবিড় যোগ থাকে। গৌণ সংস্থাগুলি হল পেশাগত সংগঠন, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সরকারি কাঠামো ও ধর্মীয় সংগঠন। এখানে সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বদলে নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক দেখা যায়। উভয় ধরনের গোষ্ঠীর মাধ্যমেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পাদিত হয়।

সমাজের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রশ্নটি সংযুক্ত। আধুনিককালে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও অন্যান্য নানা পরিবর্তনের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গেলে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১। রাজনৈতিক সমাজিকীকরণ বলতে কী বোঝেন? রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ কয় প্রকার?

৩। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি কী কী?

৪। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১। G. A. Almond and Sidney Verba : The Civic Culture, Sage Publication, Newbury Park 1989, pp. 266-306.

২। G. A. Almond and G. B. Powell : Comparative Government, Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, Bombay, Calcutta, New York.

৩। Allan Ball : Modern Politics And Government, English Language Book Society, London, LLBS ed 1982, pp. 63-71.

৪। Ali Ashraf and L. N. Sharma : Political Sociology, Universities Press, Hyderabad, 1995, Reprint pp. 167-178.

৫। Amal Kumar Mukhopadhyay : K. P. Bagchi & Co. Calcutta, 1994, pp. 103-119.

৬। প্রাণগোবিন্দ দাশ : রাষ্ট্রতত্ত্ব, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৫৬৯-৫৮২।

৭। ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র : রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম), ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৯৯-৪১৮।